A Gentlemen's Cybercafé

Presents

পীর ফকির
ও
অলী-আওলিয়াদেরকে
অসিলা ধরার বিধান

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তায়ালার জন্যে যিনি একক সত্তা এবং দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সেই মহানবীর উপর – যার পরে আর কোন নবী আসবে না।

বর্তমান যুগে অধিকাংশ মুসলমান তাদের প্রতিপালক মহান আল্লাহ্ তায়ালা হতে দুরে সরে থাকায় এবং তাঁর দেয়া জীবন বিধান ইসলামী শরিয়ত সম্পর্কে স্বচ্ছ জ্ঞান ও সঠিক ধারণা না থাকায় বিভিন্ন ধরনের শিরক, বিদ'আত ও ধর্মীয় ব্যাপারে ভিত্তিহীন কল্প-কাহিনী ও কুসংস্কার-এর প্লাবনে ডুবে আছে। তার মধ্যে যা মারাত্মক আকার ধারন করেছে তা হলো, অলী-আওলিয়া ও পীর-ফকির নামধারী কিছু মানুষের প্রতি কিছু সংখ্যক মুসলমানের অন্ধ ভক্তি। যাদের অনেকেরই ধারণা যে, ঐ সব পীর-ফকিরেরা মানুষের ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা রাখে, সুতরাং তারা বিপদে-আপদে ওদের কাছে আবেদন-নিবেদন জানিয়ে থাকে। এছাড়াও ওদের প্রতি অন্ধ-ভক্তির আতিশায্যে ওদের কবরসমূহ তাওয়াফ করে – এই ধারণা নিয়ে যে, ওদের মাধ্যমে তারা মহান আল্লাহ্ তায়ালার নৈকট্য হাসিল করে সকল প্রকার বিপদ-আপদ ও দুশ্চিন্তা হতে মুক্তি পাবে এবং নিজেদের সকল প্রকার প্রয়োজনও পূর্ণ হবে।

পক্ষান্তরে ঐ সকল অবুঝ লোকেরা যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রেখে যাওয়া পবিত্র কুরআন এবং সহি সুন্নাতের দিকে ফিরে এসে দোয়া ও অসিলার ব্যাপারে তাতে যা কিছু বলা হয়েছে সে সম্পর্কে একটু বুঝার চেষ্টা করত তাহলে অবশ্যই তারা শরিয়ত সম্মত সঠিক অসিলার তাৎপর্য জানতে পারত।

শরিয়তসম্মত সঠিক অসিলার বিবরণ

১. মহান আল্লাহ্ তায়ালা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আদেশগুলি যথাযথভাবে পালন করে তাঁদের নিষেধকৃত সকল হারাম কাজ থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে শরিয়তসম্মত প্রকৃত অসিলা অর্জিত হয়। অর্থাৎ নিজস্ব কোন সৎ কাজের অসিলায় আল্লাহ্ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করা যায়।

২. মহান আল্লাহ্ তায়ালার সুন্দরতম গুণবাচক নামসমূহের অসিলা বা দোহাই দিয়ে তাঁর দরবারে আরয্ করা যায়।

৩. জীবিত কোন সৎ লোককে দিয়ে দোয়া করিয়ে, সেই দোয়ার অসিলায় মহান মালিকের সমীপে আবেদন করা যায়।

উল্লেখিত তিনটি বিষয় মহান আল্লাহ্ তায়ালার নৈকট্য, রহমত ও সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম মাধ্যম ও পন্থা।

অপরদিকে বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজন মিটানো কিংবা বিপদ মুক্তির আশায় কবর পাকা করা, কবরে গিলাফ চড়ানো, শামিয়ানা টানানো, আলোকসজজা করা, আগরবাতি-মোমবাতি জ্বালানো, কবরের উপরে আতর, গোলাপ ও ফুল ছিটানো, ফ্যান চালানো; এছাড়া কবরবাসীর জন্য নজর-নিয়াজ প্রদান করা, কবরে তাওয়াফ করা, কুরআন শরীফ পাঠ করা, ভীত-সন্ত্রস্ত ও নমনীয়ভাবে নামাযের কায়দায় কবরের পাশে বসা বা কবরকে সামনে নিয়ে সিজদা করা এবং কবরবাসীর নিকট

সাহায্য প্রার্থনা করা ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য হাসিলের চেষ্টা করা কোন রকমেই শরিয়ত সম্মত নয় বরং হারাম। কেননা এগুলো বিদ'আতী, শিরকী ও কুফরী কাজ। এ সকল কাজ থেকে আল্লাহ তায়ালার আশ্রয় প্রার্থনা করি।

হযরত উমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহু যে 'সালাতুল এস্তেসকা'-এ হযরত আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু-র মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালার কাছে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করেছিলেন, যা দিয়ে অনেকেই মানুষের দ্বারা অসিলা গ্রহণ করার স্বপক্ষে দলীল পেশ করে থাকেঃ তা মোটেই ঠিক নয়। কারণ হযরত উমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহু কেবলমাত্র হযরত আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু-এর দোয়ার অসিলায় বৃষ্টি চেয়েছিলেন, তাঁর ব্যক্তি সত্তার মাধ্যমে নয়।

জীবিত কোন সৎ লোকের দোয়ার মাধ্যমে অসিলা গ্রহণ করা আর কোন জীবিত বা মৃত, সৎ কিংবা অসৎ মানুষের শুধু ব্যক্তি সত্তার দ্বারা অসিলা তলব করা এক কথা নয়। কারণ প্রথমটি জায়েজ ও শরিয়তসম্মত, যা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয়টি বিদ'আত ও হারাম। সুতরাং হযরত উমর ফারুক রাদিআল্লাহু আনহু শরিয়তসম্মত পন্থায়ই অসিলা তলব করেছিলেন।

ঐসব আবেদনকারীগণ এমন সব মানুষের কাছে আবেদন করে যারা তাদের নিজেরই কোন উপকার করতে পারে না মৃত্যুবরণ করার কারণে, সুতরাং তাদের পক্ষে অপরের কোন উপকার করার প্রশ্নই ওঠে না। একজন মানুষ মৃত্যুবরণ করায় তার নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায়, অঙ্গ-প্রতঙ্গগুলিও অকেজো হয়, এরপরে সে অপরের উপকার তো দুরের কথা নিজের উপকার করতে পারে বলে কোন সুস্থ বিবেক ও জ্ঞান সম্পন্ন মানুষ আদৌ মেনে নিতে পারে না। মৃত্যুর পর মানুষের কাজ করার ক্ষমতা থাকে না। এ মর্মে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ঘোষণা হলোঃ "যখন আদম সন্তান মারা যায়, তখন তিন প্রকার আমল ছাড়া তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়ঃ (১) সাদকায়ে জারিয়াহ্। যেমন মস্‌জিদ, মাদ্রাসা, হাসপাতাল তৈরী করে যাওয়া ইত্যাদি। (২) অথবা জনকল্যাণমূলক এলেম বা জ্ঞান রেখে যাওয়া। (৩) অথবা এমন সুসন্তান রেখে যাওয়া, যে তার মৃত পিতা-মাতার জন্য দোয়া করে।" **{সহীহ্ মুসলিম}**

উক্ত হাদিস দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, মৃত ব্যক্তিরা জীবিতদের দোয়ার প্রতি চরমভাবে মুখাপেক্ষী, পক্ষান্তরে জীবিত মানুষেরা মৃত মানুষদের দোয়ার প্রতি কোন প্রকারেই মুখাপেক্ষী নয়। কেননা উক্ত হাদিসই বলে দিচ্ছে যে, আদম সন্তানের মৃত্যুর সাথে সাথে তার আমলের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। সুতরাং জীবিত মানুষেরা যেভাবেই অনুনয়-বিনয় করে দীর্ঘ সময় ধরে কবরবাসীকে ডাকুক না কেন, তাদের পক্ষে ওদের ডাকে সাড়া দেয়া আদৌ সম্ভব নয়। কেননা মহান আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন তোমাদের সবার মালিক, সার্বভৌমত্ব তাঁর জন্যেই, তাঁকে বাদ দিয়ে তোমরা অন্য যেসব (মাবুদ)-কে ডাকো তারা তো তুচ্ছ একটি (খেজুরের) আঁটির বাইরের ঝিল্লিটির মালিকও নয়। যদি তোমরা তাদের ডাকো-(প্রথমত) তারা তো শুনবেই না, যদি তারা তা শোনেও তবে তারা তোমাদের ডাকের কোনো উত্তর দেবে নাঃ (উপরন্তু) কেয়ামতের দিন তারা (নিজেরাই) তোমাদের এই শেরেক(-এর ঘটনা) অস্বীকার করবেঃ (এ সম্পর্কে) একমাত্র সুবিজ্ঞ

আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কেউই তোমাকে কিছু অবহিত করতে পারবে না। {সূরা ফাতের(৩৫) ঃ আয়াত ১৩-১৪}

উপরোক্ত আয়াতে পূজনীয় দেব-দেবী ও কবর-মাযারে শায়িত পীর-ফকীরদের মালিকানা এবং শ্রবণ ক্ষমতা নাকচ করা হয়েছে। আর এটা জানা কথা যে, যে ব্যক্তি কোন কিছুর মালিক নয় সে অপরকে কিছু দিতে পারে না। আর যে কোন কিছুই শুনতে পায় না, সে জবাব দিতে পারে না এবং কোন কিছুরই খবরও রাখে না। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে লোকদের উদ্দেশ্যে বলতে বলেন, (আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে,) তুমি কখনো আল্লাহ তায়ালাকে বাদ দিয়ে এমন কাউকে ডেকো না, যে তোমার কোনো কল্যাণ (যেমন) করতে পারে না, (তেমনি) তোমার কোনো অকল্যানও সে করতে পারে না, (এ সত্তেও) যদি তুমি অন্যথা করো, তাহলে অবশ্যই তুমি যালেমদের মধ্যে গণ্য হবে। যদি আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কোনো দুঃখ-কষ্ট দেন, তাহলে তিনি ছাড়া অন্য কেউই নেই তা দূরীভূত করার, (আবার) তিনি যদি (মেহেরবানী করে) তোমার কোনো কল্যাণ চান, তাহলে তাঁর সে অনুগ্রহ রদ করারও কেউ নেইঃ তিনি তাঁর বান্দাদের যাকে চান তাকেই কল্যাণ পৌঁছানঃ আল্লাহ তায়ালা তায়ালা বড়োই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (সূরা ইউনুস(১০) ঃ আয়াত ১০৬-১০৭)

উক্ত আয়াত দুটি দ্বারা এটাই প্রমাণিত হলো যে, একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ছাড়া দুনিয়ায় আর যে সব নামধারী ত্রানকর্তা পীর-ফকির, খাজাবাবা, দয়ালবাবা, অলী-আওলিয়া, যেমন বর্তমান বাংলাদেশের সাঈদাবাদী, দেওয়ানবাগী, চরমোনাই, আটরশি, চন্দ্রপুরী, শাহজালালঃ ভারতের খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্‌তী এবং ইরাকের আব্দুল কাদের জিলানী প্রমূখ যারা আছে তাদের কেহই মানুষের সামান্যতম ভাল ও মন্দ করার ক্ষমতা রাখে না। আর উক্ত আয়াতদ্বয় ওদেরকেও মিথ্যাবাদী প্রমাণ করছে, যারা বলেঃ 'আমরা যে উদ্দেশ্যে পীর-ফকীর, অলী-আওলিয়াদের নামে মান্নত দিয়েছি এবং তাদের কাছে প্রার্থনা করেছি, তা হাসিল হয়েছে।' যারা এমন কথা বলে তারা মহান আল্লাহ তায়ালার উপর মিথ্যা অপবাদই দিয়ে থাকে। নাউযুবিল্লাহ!

আর যদি ধরে নেওয়া যায় যে, সত্যিই তাদের উদ্দেশ্য হাসিল হয়েছে, তাহলে এ ব্যাপারটা নিচের দুই বিষয়ের যে কোন একটির সাথে জড়িতঃ

১. মানুষের উদ্দেশ্য হাসিলের ব্যাপারটা যদি এমন বিষয়ে হয়, যার উপর মানুষ স্বভাবগত ভাবে ক্ষমতা রাখেঃ তবে তা শয়তানদের সহযোগিতায় হতে পারে। কেননা মানুষেরা যখন আল্লাহ তায়ালার ইবাদত ছেড়ে দিয়ে গাইরুল্লাহ তথা দেব-দেবী অথবা কবর-মাযারের পূজা-পার্বনে লিপ্ত হয়, শয়তানেরা তখন সেখানে তাদের আড্ডাখানা বানিয়ে নেয় এবং পূজনীয় পীর-পুরোহিতদের বেশ ধরে কিছু তেলেসমাতি দেখিয়ে সরলমতি মানুষের স্বাভাবিক তাওহীদবাদী চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণাকে নষ্ট করে দিয়ে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে ফেলে। যেমনভাবে প্রাচীনকালে তারা বুজুর্গদের আকৃতি ধারণ করে লোকদেরকে প্ররোচনা দিয়ে তাওহীদ তথা ইসলামের পথ থেকে বিচ্যুত করে মূর্তি পূজারীতে পরিণত করেছিল। প্রথমে তারা হযরত নূহ আলাইহিসসালাতু ওয়াস্‌সালাম-এর কওমের কাছে

তাদের পূর্ববর্তী শ্রদ্ধাভাজন অলী-আওলিয়াদের আকৃতি ধারণ করে এসে বিভিন্ন ধরনের আজগুবি খবর দিয়ে তাদেরকে আকৃষ্ট করে এবং তাদেরকে প্ররোচনা দেয় যে, তোমাদের পূর্ব পুরুষেরা ভাল মানুষ ছিল সুতরাং তোমরা যদি তাদের ছবি এঁকে ঝুলিয়ে রাখ আর মাঝে মাঝে তা দেখ, তাহলে তাদের অধিক ইবাদতের কথা স্মরণ করে তোমরাও বেশী বেশী ইবাদত করতে পারবে। শয়তানের এই কুমন্ত্রণা পেয়ে তারা খুব খুশী হয়ে তাদের পূর্ব পুরুষদের ছবি অংকন করে ঝুলিয়ে রাখে এবং মাঝে মাঝে ঐ ছবিগুলি দেখে তাদেরকে স্মরণ করে ইবাদতে মনোনিবেশ করে।

এ অবস্থা বহুদিন চলার পর শয়তানেরা তাদেরকে আবারও প্ররোচনা দেয় যে, তোমরা যদি এ ছবিগুলিকে বড় আকারের মূর্তি বানিয়ে দেয়ালের পার্শ্বে খাড়া করে রেখে ইবাদত করঃ তাহলে তোমাদের ইবাদত খুবই ভাল হবে ...।

মোটকথা ওরা এভাবেই হযরত নূহ আলাইহিস্সালাতু ওয়াস্সালাম-এর কওমকে পথভ্রষ্ট করে মূর্তি পূজারী হিন্দুতে পরিণত করেছিল। আর এটাই হলো পৌত্তলিক ধর্ম সৃষ্টির গোড়ার কথা।

এমনিভাবে আজও ওরা গণক ও যাদুকরদেরকে দুনিয়ায় বর্তমান ঘটমান বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে দু/একটি সত্যের সাথে মিথ্যা খবর দিয়ে থাকে, আর এ সুযোগে ঐ সকল গণক, যাদুকর ও ভন্ড পীর-ফকিরেরা দুষ্ট শয়তানের সহযোগিতায় মানুষের এমন কিছু প্রয়োজন মিটিয়ে থাকে আর সমস্যা দূর করে দিয়ে থাকে যা সাধারণত সৃষ্টজীবের পক্ষে সম্ভব। যার ফলে অসহায় মুরীদেরা মনে করে যে, এইতো আমি ডুবেই গেছিলাম আমার পীরবাবাই এসে আমাকে ভরা গাঙ্গ থেকে তুলে নিয়ে এলো! আসলে যে ইবলীস শয়তান পীরবাবার রূপ ধারণ করে বিপদ ও অজ্ঞতার সুযোগে ওর ঈমান হরণ করে গেল তা সে বুঝতেই পারেনি। এমনিভাবে শয়তানেরা মূর্তিসমূহের ভিতর থেকে পূজকদের সাথে কথা বলে এবং তাদের কিছু কিছু প্রয়োজন মিটিয়ে তাদেরকে তাক লাগিয়ে দিয়ে থাকে। এ ব্যাপারে অনেক আলেমই ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন।

২. পক্ষান্তরে তাদের উদ্দেশ্য হাসিলের ব্যাপারটা যদি এমন বিষয়ে হয়, যার উপর একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ ক্ষমতা রাখে না। যেমন জীবন-মরণ, সুস্থতা, ধনাঢ্যতা ও দারিদ্রতা ইত্যাদি তাহলে তাদের ঐ দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা। কারণ এসব জিনিস একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালার হাতে। আল্লাহ তায়ালা ছাড়া আর কেউ এসবের সামান্যতম কোন ক্ষমতা রাখে না। আসমান-জমিন তথা এই পৃথিবী সৃষ্টির ৫০ হাজার বছর পূর্বে মহান আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টির ভাগ্য নির্ধারণ করে রেখেছেন। কাজেই এগুলি পীর-ফকির কিংবা অলী-আওলিয়াদের কারামতিতে বা তাদের দোয়ার বরকতে পাওয়া যায় না।

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও বই-পুস্তকে দেখতে পাওয়া যায় যে, আব্দুল কাদের জিলানী (রাহেঃ), খাজা মঈনুদ্দীন চিশ্তী, দয়ালবাবা, খাজাবাবা, আটরশী, সাঈদাবাদী ও দেওয়ানবাগী ইত্যাদি এসব পীরদের দোয়ার বরকতে কতক মানুষ তাদের বিবাহের ১৫/২০ বছর পরে সন্তান লাভ করেছে, কেউবা নদীতে নৌকা ডুবি থেকে বেঁচে গেছে এবং রাস্তায় যান-বাহনের দুর্ঘটনা হতে রক্ষা পেয়েছে ..। নাউজুবিল্লাহ। এসবের প্রতি বিশ্বাস রাখা শেরেকী কাজ। কারণ কাউকে ছেলে-মেয়ে দেয়া অথবা বিপদ-আপদ থেকে বাঁচানো, একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালার পক্ষেই সম্ভব - অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

সুতরাং জ্ঞানবান মানুষের উচিত হবে যে, তারা যেন এসব ধর্মীয় বিষয়ে কোন প্রকার গাল-গপ্প, মিথ্যা-গুজব এবং ভিত্তিহীন কথা বিশ্বাস না করে, কেননা এগুলি মানুষকে বিপথগামী করার এবং মূর্খতায় নিমজ্জিত করার অন্যতম কারণ ও উৎস। আর এগুলি চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের জন্য অন্ধত্ব এবং হৃদয়বান ব্যক্তিদের জন্য মৃত্যুর সমতুল্য। কাজেই তারা যেন সর্বাবস্থায়ই তাদের অন্তঃকরণকে মহান আল্লাহ তায়ালার দিকে নিবিষ্ট করে এবং সকল প্রকার প্রয়োজনে একমাত্র তাঁর দিকেই ধাবিত হয়। কোন প্রকারেই যেন কোন সৃষ্টজীবের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে। কেননা সকল সৃষ্টজীব আল্লাহ তায়ালার ক্ষমতার সামনে কিছুই না বরং দুর্বল, মিসকীন, মূর্খতা ও অপরাগতায় ভরপুর। আর ঐ কবরবাসীরা এমনই দুর্বল ও অপারগ যে, তারা কবরে তাদের দেহের উপর চাপা দেয়া মাটিগুলিকেও সরিয়ে ফেলার ক্ষমতা রাখে না।

ধারণাকৃত কারামতসমূহ

আল্লাহ তায়ালা দুনিয়ার মানুষদেরকে হেদায়াত করার জন্য যুগে যুগে অগণিত, অসংখ্য নবী ও রাসূল প্রেরণ করেছিলেন। আর এই উদ্দেশ্যকে পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত করার জন্য আল্লাহ তায়ালা মাঝে মধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী নবী ও রাসূলগণকে 'মু'জিযাহ' দান করে তাদেরকে সাহায্য ও শক্তিশালী করেছিলেন সাধারণ মানুষের মোকাবিলায়। এমনিভাবে আল্লাহ তায়ালা তাঁর কিছু কিছু নেক্কার বান্দাদেরকেও 'কারামত' অর্থাৎ মর্যাদা ও অলৌকিক ঘটনা দিয়ে সম্মানিত করেন। অপরদিকে ভন্ড পীর-ফকিরেরা ধর্মের নামে ভিত্তিহীন কল্প-কাহিনী, আজগুবি ও মিথ্যা কিছ্ছাসমূহ তৈরী করে এগুলিকে 'মু'জিযাহ' ও 'কারামত' নাম দিয়েছে। পরবর্তীতে এই বানোয়াট 'মু'জিযাহ' ও 'কারামত'গুলি [বিভিন্ন প্রকারের বাদ্যযন্ত্র সহকারে শরিয়তী, মারফতী ও মাইজ ভান্ডারী গান, আজগুবি গল্প-গুজব, অসাধু লেখকদের অলীক কিছ্ছা-কাহিনী সম্বলিত পুঁথি-পুস্তক, ধর্ম ব্যবসায়ী পীর-ফকিরদের ভিত্তিহীন, বানোয়াট ওয়াজ-নসিহতের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মাঝে বিস্তার লাভ করেছে। উল্লিখিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একদিকে আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত 'মু'জিযা' ও 'কারামত' এবং অপরদিকে ঐ সকল ভন্ড পীর-ফকিরদের বানোয়াট 'কারামত'। ধর্মীয় ব্যাপারে পূর্নাঙ্গ জ্ঞান না থাকার কারণে সরলমতি সাধারণ মুসলমানেরা এই দুই শ্রেণীর 'কারামতের' মাঝে কোন পার্থক্য বুঝতে না পারায় তারা ভেবে নিয়েছে যে, 'কারামত' পীর-ফকিরদের উপার্জিত ইচ্ছাধীন বিষয় সুতরাং ইচ্ছা করলেই তারা যে কোন ধরনের কারিশ্মা দেখাতে পারে। যার ফলে প্রতিনিয়ত ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে তারা এবং ঐসব ভন্ড ও মিথ্যুক পীর-ফকির বাবাদের প্ররোচনায় পড়ে তাদের দরবারে মান্নত দিয়ে নিজেদের দ্বীন-দুনিয়া ধ্বংস করছে। অপরদিকে বহুলোক কবর ও মাযারের সাথে জড়িত থেকে মিথ্যা, ভন্ডামি ও ধোঁকাবাজির মাধ্যমে সরল প্রাণ মানুষদের ধন-সম্পদ লুটে খাচ্ছে। এমনকি এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী, নামধারী আলেম সমাজও এই 'বিনাপুজির ব্যবসা'কে জাঁকজমক করে তুলেছে। এটা যে পরিষ্কার হারাম, এতে কোনই সন্দেহ নেই। পরিশেষে আমরা এ কথা বলেই প্রসঙ্গের ইতি টানছি যে, ঐসব ভন্ড পীর-ফকিরদের বানোয়াট 'মু'জিযা' ও 'কারামত' সবই শয়তানী কার্যক্রম এবং পরিকল্পিতভাবে সাজানো তাদের কৌশলগত ঘটনা। সুতরাং ও থেকে সতর্ক হওয়া উচিত।

অতীত ও বর্তমান যুগের মুশরিকদের মাঝে পার্থক্য

পীর ও মাযার পূজারীদের অধিকাংশই একথা বলে থাকে যে, জাহেলী যুগের লোকেরা মূর্তিপূজা করত। পক্ষান্তরে আমাদের কাছে পূজনীয় কোন মূর্তি নেই, বরং আছে শুধু কতক নেক্কার পীর-মুর্শিদ ও অলী-আওলিয়াদের মাযার, আমরা সেখানে তাদের ইবাদত করি না। কেবলমাত্র তাদের অসিলা দিয়ে মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে প্রার্থনা করি। তাদের কথার জবাবে আমরা বলব, অতীত যুগের মুশরিকদের যখন প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, তোমরা তোমাদের মূর্তিগুলোকে কেন ডাক? তার উত্তরে তারা যা বলেছিল তা আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কোরআনে এভাবে উল্লেখ করে দিয়েছেন, যারা আল্লাহ তায়ালা তায়ালার বদলে অন্যদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে তারা বলে, আমরা তো এদের এবাদাত এ ছাড়া অন্য কোনো কারণে করি না যে, এরা আমাদের আল্লাহ তায়ালার নিকটবর্তী করে দেয়ঃ কিন্তু তারা যে (সব) বিষয় নিয়ে মতভেদ করছে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা (কেয়ামতের দিন) সে বিষয়ের ফয়সালা করে দেবেন, অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা এমন লোককে হেদায়াত করেন না যে মিথ্যাবাদী ও অকৃতজ্ঞ। {সূরা আঝ ঝুমার(৩৯) ঃ আয়াত ৩} কবর পূজারীদের অনেকের ধারণা হল, কারো কাছে আবেদন-নিবেদন করা আর কারো ইবাদত করা এক জিনিস নয়। তাদের এ ভুল ধারণার উত্তরে আমরা বলব যে, নিশ্চয়ই কোন মৃত ব্যক্তির নিকট কোন প্রকার সাহায্য ও বরকত তলব করাই হল দোয়া বা প্রার্থনা, আর এ দোয়াই হল ইবাদত। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া-সাল্লাম বলেছেন, "দোয়া বা প্রার্থনা করাই হল ইবাদত।" তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন, "দোয়া হল ইবাদতের মগজ"।

ভালবাসার ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার সাথে শিরক

একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালার জন্যে প্রযোজ্য অত্যধিক ভালবাসা ও সম্মান। এর সাথে পূর্ণ অণুভূতিকে এবং অন্তরের পূর্ণ একাগ্রতাকে কোন সৃষ্ট জীবের প্রতি পেশ করাটাই হল ঐ সৃষ্ট জীবকে পূজা করার শামিল। ইসলামী শরিয়তের সীমা অতিক্রম করে যেসব ভক্ত-অনুরক্ত ও মুরীদানরা তাদের মুরুব্বী ও পীরবাবাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে যেয়ে অনেক বাড়াবাড়ি করে এবং তাদেরকে নিস্পাপ, নিষ্কলুস ও পবিত্র বলে বিশ্বাস করে, আসলে ওরা তাদের পীর-মুরুব্বীদের পূজা করে থাকে। তা না হলে তাদের মরা লাশ নিয়ে এরূপ শরিয়ত বিরোধী কাজ কখনোই তারা করতো না।

ঐসব মুরীদানরা তাদের পীর-মুর্শিদদের নামে সত্য কসম করতে সংকোচ বোধ করলেও হাসি ঠাট্টা করে মহান আল্লাহ তায়ালার নামে মিথ্যা কসম করতেও দ্বিধাবোধ করে না। এমনকি ওদের সামনে কেউ মহান আল্লাহ তায়ালাকে গালি দিলেও (নাউজুবিল্লাহ) তারা রাগান্বিত হয় না এবং তাদের ভিতরে তেমন কোন প্রতিক্রিয়াও সৃষ্টি হয় না। অথচ তাদের পীর-মুর্শিদদেরকে গালি-গালাজ তো দুরের কথা তাদের সম্পর্কে সামান্য মন্তব্য করলেও তার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য তারা খড়গহস্ত হয়ে ওঠে। সুতরাং এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, তারা মহান আল্লাহ তায়ালাকে যে পরিমাণ সম্মান ও মহব্বত করে, তার চেয়ে তাদের পীর-মুর্শিদদেরকে অনেক বেশি সম্মান ও মহব্বত করে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, মানুষদের মাঝে কিছু সংখ্যক

এমনও রয়েছে, যে আল্লাহর বদলে অন্য কিছুকে তাঁর সমকক্ষ মনে করে, তারা তাদের তেমনি ভালোবাসে যেমনটি শুধু আল্লাহ তায়ালাকেই তাদের ভালোবাসা উচিত; আর যারা (সত্যিকার অর্থে) আল্লাহ তায়ালার উপর ঈমান আনে তারা তো তাঁকেই সর্বাধিক পরিমাণে ভালোবাসবে; যারা (আল্লাহ আনুগত্য না করে) বাড়াবাড়ি করছে তারা যদি আযাব স্বচক্ষে দেখতে পেতো (তাহলে এরা বুঝতে পারতো), আসমান যমীনের সমুদয় শক্তি একমাত্র আল্লাহর জন্যেই, শাস্তি দেয়ার ব্যাপারে তিনি অত্যন্ত কঠোর। {সূরা আল বাকারা(২) ঃ আয়াত ১৬৫}

এ আয়াতে এটাই প্রমাণিত হলো যে, এ ধরনের ভালবাসাটাও ভালবাসার ক্ষেত্রে শিরক।

মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের অতি নিকটে

মহান আল্লাহ তায়ালার জ্ঞান, শ্রবন শক্তি, দৃষ্টি শক্তি ইত্যাদি সর্বত্র সমভাবে প্রযোজ্য। তিনি আরশে হলেও বান্দাদের কাছ থেকে বেশি দুরে নন, সুতরাং তিনি স্বীয় বান্দাদের অতি নিকটেই। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা তায়ালা বলেন, (হে নবী,) আমার কোনো বান্দা যখন তোমাকে আমার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে (তাকে তুমি বলে দিয়ো), আমি (তার একান্ত) কাছেই আছি; আমি আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেই যখন সে আমাকে ডাকে {সূরা আল বাকারা(২) ঃ আয়াত ১৮৬}

সুতরাং মুসলমানগণ সুখে-দুঃখে সব সময় তাদের যাবতীয় প্রয়োজনে সরাসরি একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালার কাছেই আবেদন-নিবেদন করবে, এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা এবং বান্দার মাঝে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। শুধু তাই নয় তিনি সৃষ্টিকূলের পরিচালক, তাদের ভাল-মন্দ করার ক্ষমতাও একমাত্র তাঁরই হাতে সীমাবদ্ধ। পীর-ফকির, অলী-আওলিয়া তো দুরের কথা, কোন নবী-রাসূলেরও ক্ষমতা নেই কারো ভালো-মন্দ করার। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিআল্লাহু আনহু কে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "তুমি ভাল করে জেনে রাখ যে, আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে তোমার জন্য যে কল্যাণ নির্ধারণ করে রেখেছেন, তার অতিরিক্ত দুনিয়ার সমস্ত মানুষ যদি সম্মিলিতভাবে তোমার কোন কল্যাণ করতে চায়, তাহলে তারা তোমার জন্য সামান্যতম কোন উপকার করতে পারবে না। এমনিভাবে মহান আল্লাহ তায়ালা তোমার জন্য যে অকল্যাণ নির্ধারণ করে রেখেছেন, তার অতিরিক্ত দুনিয়ার সমস্ত মানুষ সম্মিলিতভাবে যদি তোমার কোন বিষয়ে কোন ক্ষতি করতে চায়, তাহলে তারা তোমার সামান্য পরিমাণও ক্ষতি করতে পারবে না।" **{তিরমিযী}**। এবার আমরা ঐসকল মাযার ভক্ত ভাইদের সুস্থ বিবেকের কাছে প্রশ্ন রাখতে চাই যে, একজন মানুষের মৃত্যুর কারণে যখন তার শরীরের সমস্ত অঙ্গ-প্রতঙ্গের নড়াচড়া বন্ধ হয়ে গেছে, তাকে দাফন করার কিছুদিন পরে তার শরীর মাটির সাথে মিশে গেছে, এরপরেও আল্লাহ তায়ালা প্রদত্ত সবচেয়ে বড় নি'য়ামত তাদের ঐ 'সুস্থ বিবেক' কি এ কথাই বিশ্বাস করবে যে, ঐ মৃত ব্যক্তি তাদের দোয়া শোনে? তাদের জন্য

ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা রাখে? আসলে যদি তারা মনে-প্রানে এসব বিশ্বাস নাই করে, তাহলে ঐসব ভন্ড পীর-ফকির ও বাবাদের দরবারে কেন ওসব করে থাকে? একটু ভেবে দেখার নয় কি?

পক্ষান্তরে যদি তারা মনে-প্রানে এ বিশ্বাস করে থাকে যে, ঐসব ভন্ড পীর, ফকির ও বাবাদের দরবারে মান্নত দিয়ে ওদেরকে খুশী করতে পারলে ওরা তাদের সকল প্রকার আশা-আকাঙ্খা, কামনা-বাসনা পূর্ণ করে দিবে এবং আল্লাহ তায়ালার কাছে সুপারিশ করে তাদেরকে জান্নাতে পৌছে দিবে, তাহলে তো তারা ওদেরকে মহান আল্লাহ তায়ালার অংশীদার বানিয়ে নিলো। যার ফলে তারা দিনে রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে মহান আল্লাহ তায়ালার সাথে এই বলে যে অঙ্গিকার করে, (হে প্রভু,) আমরা তোমারই বন্দেগী করি এবং তোমারই সাহায্য চাই। {সূরা আল ফাতেহা(১) ঃ আয়াত ৫} তা ভঙ্গ করে পাক্কা মুশরিক হয়ে গেলো। শুকর খাওয়া হিন্দু মুশরিকদের সাথে এসব গরু খাওয়া মুসলমান মুশরিকদের তফাৎ থাকল কোথায়? এমনিভাবে হিন্দুদের রামের বলি দেয়া পাঠা আর পীরের নামে মান্নত করা গরু-ছাগলের মাঝে লোকেদের কাছে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও মহান আল্লাহ তায়ালার কাছে কোনই পার্থক্য নেই। এজন্যেই বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম এসব দেখে বড় আফসোস করে বলেছিলেনঃ

তাওহীদের হায় এ চির সেবক, ভুলিয়া গিয়াছে সে তাকবীর।
দূর্গা নামের কাছাকাছি প্রায়, দরগায় গিয়া লুটায় শির ॥
ওদের যেমন রাম-নারায়ণ, এদের তেমনি মানিক-পীর।
ওদের চাল ও কলার সঙ্গে, মিশিয়া গিয়াছে এদের ক্ষীর ॥

এমনিভাবে ডক্টর ইকবালও বড় আফসোসের সাথে মূর্তি পূজারী হিন্দু এবং পীর পূজারী মুসলমানদের মাঝে তুলনা করে বলেছিলেনঃ বাংলা মায়ের দুটি সন্তান, একটি হিন্দু আরেকটি মুসলমান।

হিন্দুরা নিজের হাতে মূর্তি তৈরী করে মাটির উপরে রেখে তার সামনে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্য ভোগ দেয় এবং তার পূজা করে। অপরদিকে মূসলমানরা তাদের পীর-ফকিরদেরকে দাফন করে সেখানে মান্নত করে এবং নিজেদের আশা-আকাঙ্খা পূরণের জন্য ঐ কবরবাসীর কাছে ফরিয়াদ জানায়। কেউবা কবরের চারপাশে তাওয়াফ করে এবং সিজদাও করে। নাঊযুবিল্লাহ। সুতরাং বুঝা গেল যে, বাংলা মায়ের এই দুই সন্তান একজন হিন্দু আর একজন মুসলমান- যাদের মধ্যে বাহ্যিকভাবে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও বিশ্বাসগত দিক দিয়ে কোনই পার্থক্য নেই। কারণ যে হিন্দু সে তো জন্মগতভাবেই মুশরিক, আর যে মুসলসমান সে ঐসব শিরকী কাজ করায় মুশরিক হয়ে গেল, নাঊযুবিল্লাহ। শিরকের ভয়াবহ পরিনতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন, মূলতঃ যে কেউই আল্লাহর সাথে শরীক করবে, আল্লাহ তায়ালা তায়ালা তার ওপর জান্নাত হারাম করে দেবেন, আর তার (স্থায়ী) ঠিকানা হবে জাহান্নামঃ এই যালেমদের (সেদিন) কোনো সাহায্যকারীই থাকবে না। {সূরা আল মায়েদা(৫) ঃ আয়াত ৭২} আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে হেফাযত করুন। আমীন।

যারা ইসলাম ধর্মকে সত্য বলে বিশ্বাস করবে, তাদের উচিত হবে, সকল ইবাদতকে একনিষ্ঠভাবে একমাত্র শরীক বিহীন একক সত্তা - মহান আল্লাহ তায়ালার জন্যে নিবেদন করা

আর যেসব বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ তায়ালা ছাড়া অন্য কেউ কোন ক্ষমতা রাখে না – সেসব বিষয় হাসিলের জন্য কারো কাছে কোন সাহায্য না চাওয়া। কেননা মানুষের সকল আশা-আকাঙ্খা, আবেদন-নিবেদন একমাত্র আল্লাহ তায়ালার কাছেই জানাতে হবে। এ প্রসঙ্গে কুরআন ও সহি হাদিসে বহু দলীল রয়েছে। সুতরাং জীবনের সর্বক্ষেত্রে পবিত্র কুরআন ও সহি হাদিসকে আঁকড়ে ধরতে হবে। কোনমতেই মুশরিক ও বিদ'আতীদের সাথে মিলে যাওয়া বা তাদের সাথে আপোস করা কিংবা তাদের অনুকরণ করা চলবে না। কারণ এসব করলে মুসলমান আর মুসলমান থাকে না। বরং তার আমল ও আক্বীদা তথা দ্বীন-দুনিয়া সবই বরবাদ হয়ে যায়। মহান আল্লাহ তায়ালাই ভাল জানেন।

আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি, তাঁর পরিবার পরিজন এবং তাঁর সাথীদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা রহমত ও শান্তি বর্ষণ করুন। আমীন।

পীর-ফকীর সম্পর্কে কতিপয় ভ্রান্ত ধারণা

১. অনেকেই মনে করে, পীর-ফকির, অলী-আওলিয়ারা গায়েবের খবর রাখে, কবর থেকে মানুষের আবেদন-নিবেদন শুনতে পায়, তাদের ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা রাখে এবং দুনিয়া পরিচালনায় তাদের হাত আছে। এসব ধারণা নিতান্তই ভ্রান্ত। পীর-ফকির তো দূরের কথা আল্লাহ তায়ালার প্রেরিত নবী রাসূলগণও এসব বিষয়ে কোন ক্ষমতা রাখেন না।

২. পীর-মুর্শিদ, গাউছ-কুতুব, যামানার মুজাদ্দিদ, অলিয়ে কামেল, পীরে কামেল, এ ধরনের শব্দ প্রয়োগ করে কাউকে উপাধি দেওয়া বা নিজে উপাধি গ্রহণ করা হারাম।

৩. অনেকে মনে করে, ঐসব উলঙ্গ, মাথায় জটঅলা, ১০/১২ কেজি ওজনের শিকল গলায় ঝুলানো ফকিরদের কাছে অনেক কিছুই আছে। নাঊজুবিল্লাহ। এ ধরনের বিশ্বাস রাখা কোন জাতের বোকামী একটু ভেবে দেখা দরকার। বলাবাহুল্য ওদের কাছে মহান আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নাফরমানীর সাথে সাথে চরম বেহায়াপনা, শয়তানী, মারাত্মক দুর্গন্ধ এবং বৈরাগ্যপনা ইত্যাদি হারাম ও রুচি বিরোধী কাজ ছাড়া আর কি আছে?

৪. যে কোন মাযারে বা পীরের দরবারে খাজাবাবাদের নামে ডেগ চড়িয়ে সেখানে আগরবাতি, মোমবাতি ও ধুপ জ্বালানো, আতর-গোলাপ ছিটানো, ফুল দেয়া, মান্নত দেয়া সবই হারাম। এমনিভাবে বিপদ মুক্তির আশায় কারো কাছে আবেদন-নিবেদন করা, কবরে-মাযারে সিজদা করা এগুলি পরিষ্কার শিরক ও হারাম। এছাড়া বাদ্যযন্ত্র বাজানো এবং অশ্লীল ও মারেফতী গান হারাম- এতে কোনই সন্দেহ নেই।

৫. অনেকেই মনে করে যে, বিনা ওযুতে আব্দুল কাদের জিলানীর নাম নিলে মাথা কাটা যায়, কিংবা আড়াইটা পশম ঝরে যায়। কেউবা মনে করে তাঁর অসিলায় বাগদাদে কবরের আযাব মাফ, তিনি গায়েবের খবর রাখেন, মানুষদেরকে কঠিন বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন। নাঊযুবিল্লাহ। এ ধরনের কথা বিশ্বাস করা কিংবা প্রচার করা খাঁটি শিরক ও কুফরী।

৬. অনেকে কোন কোন পীরকে 'হক্কানী পীর' বলে সনদ দিয়ে থাকে। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা, কারণ কোন হক্কানী আলেম নিজেকে কোনদিনও পীর বলে দাবী করেননি।

মুসলিম মিল্লাতের কাছে অনুরোধ আপনারা একটু ভেবে দেখুন ইসলামের নামে সমাজে আজ চলছেটা কি! শিরক-বিদ'আতের মহাপাপের পাশাপাশি নারী ধর্ষনের মতো জঘন্য কাজে লিপ্ত হওয়ার পরেও ওরা নিজেদেরকে নিরীহ মুসলমানের পরকালের নাজাতের ঠিকাদার বলে দাবী করছে। আর মানুষও ছুটে চলছে মরীচিকার পেছনে।

আর বসে থাকার সময় নেই, আমাদেরকে সম্ভাব্য সবকিছু নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে ময়দানে। মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের সকলকে শিরক-বিদ'আত ও ভ্রান্ত অসিলা ধরা হতে মুক্ত হয়ে নির্ভেজাল তাওহীদ আর সহি সুন্নাতের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করার পূর্ণ তাওফীক দান করুন। আমীন।

Published as PDF by

A Gentlemen's Cybercafé